মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

ষষ্ঠ অধ্যায়: মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (১২০৪ খ্রি.–১৭৫৭ খ্রি.)

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ ওসমানীয় শাসক সুলায়মানের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল সবখানে। তিনি তাঁর রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানীকে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে স্থানান্তর করেন। তিনি রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য অশ্বারোহী বাহিনীর পাশাপাশি নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন। *◀ শিখনফল-২*

ক. বখতিয়ার খলজি কত খ্রিষ্টাব্দে গজনিতে আসেন? ১

খ. বখতিয়ার খলজি গজনিতে আসেন কেন? ২

গ. ওসমানীয় শাসক সুলায়মানের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, সুলায়মানের মতো একজন শাসক শিল্প, সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বখতিয়ার খলজি ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে গজনিতে আসেন।

খ জীবিকার অন্বেষণে বখতিয়ার খলজি গজনিতে এসেছিলেন। বখতিয়ার খলজি জাতিতে তুর্কি, বংশে খলজি এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। তিনি স্বীয় কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে তিনি জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে গজনিতে আসেন।

গ উদ্দীপকে শাসক সুলায়মানের সাথে পাঠ্যপুস্তকের শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির মিল লক্ষ করা যায়।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি নিঃসন্দেহে খলজি মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। বখতিয়ার খলজি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলার মুসলমান রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি তাঁর রাজধানী দেবকোট হতে গৌড় বা লখনৌতিতে স্থানান্তরিত করেন। রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বসনকোট নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এছাড়া বাংলার মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজিই নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন। রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য এর তিন পার্শ্বে গভীর ও প্রশস্থ পরিখা নির্মাণ করেন। বন্যার হাত থেকে লখনৌতি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য তিনি বহু খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করেন। তাছাড়া তিনি কামরূপ, উড়িষ্যা, বঙ্গ ও ত্রিহুতের ওপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উদ্দীপকেও দেখা যায় সুলতান সুলায়মান নিজ রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুতরাং বলা যায়, কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে সুলতান ইওজ খলজি এবং সুলায়মান একে অন্যের প্রতিরূপ।

ঘ উদ্দীপকের শাসক অর্থাৎ সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি শিল্প, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে আমি মনে করি।

১২১২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করেই ইওজ খলজি এর সুদৃঢ়করণের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বাংলার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছিলেন। আর বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের একজন বড় সমঝদার। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি গৌড়ের জুমা মসজিদ এবং আরও কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তার আমলে মধ্য এশিয়া হতে বহু মুসলিম সুফি ও সৈয়দ তাঁর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এ সমস্ত সুফি ও সুধীগণ বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁদের আগমন ও ইওজ খলজির পৃষ্ঠপোষকতায় লখনৌতি মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাই বলা যায়, ইওজ খলজি শিল্প, সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ▶২ ইতিহাস এক যুগ থেকে অন্য যুগে প্রবেশ করতে গেলে কতগুলো যুগান্তকারী পরিবর্তন বিশেষ ভূমিকা রাখে। মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ও এরকম একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন। বঙ্গ বিজয়ের ফলে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু পরিবর্তন আসেনি, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে।

◀ শিখনফল-৪ [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ]

ক. বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা করেন কে? ১

খ. সুলতান ইওজ খলজির নৌবাহিনী গড়ে তোলার কারণ কী? ২

গ. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে মুর্শিদকুলী খানের অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'আলাউদ্দিন হুসেন শাহ একজন সুশাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন'— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা করেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি।

খ লখনৌতি রাজ্যে যে কোনো প্রকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুলতান ইওজ খলজি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন।

বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজিই সর্বপ্রথম শক্তিশালী নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন। ইওজ খলজি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছাড়া নদীমাতৃক বাংলায় অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে বাংলায় মুসলমান শাসন বজায় রাখতে হলেও নৌবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া নদী তীরে নৌবাহিনী গড়ে তোলাও সহজতর হবে। ফলে ইওজ খলজি এ উদ্যোগ নেন।

গ বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে মুর্শিদকুলী খানের অবদান ছিল অপরিসীম।

রাজস্ব সংস্কার মুর্শিদকুলী খানের সর্বাধিক স্মরণীয় কীর্তি হলেও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ইংরেজ, ফরাসি ও পারসিক ব্যবসায়ীদেরকে তিনি উৎসাহ প্রদান করতেন। ব্যবসায়ীরা যাতে নির্দিষ্ট প্রচলিত কর প্রদান করে এবং তাদের প্রতি যাতে কোনো অবিচার করা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য

সম্প্রসারিত হয়েছিল। এ সময় কলকাতা, চুঁচুড়া ও চন্দননগর বিভিন্ন বিদেশি বণিকদের ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।
আলোচনার পরিশেষে তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে মুর্শিদকুলী খানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

ঘ 'আলাউদ্দিন হুসেন শাহ একজন সুশাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন' — উক্তিটি যথার্থ।
শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট উদ্যম, নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজার জন্য রাজ্য জয়ই শেষ কথা নয়; যুগোপযোগী ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাও যে অপরিহার্য, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনায় ও প্রজা পালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতি ও ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের দ্বারা একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছিল তার লক্ষ্য। এজন্য গোঁড়া সুন্নি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে যোগ্যতা অনুসারে শাসনকার্যে নিয়োগ করেছিলেন। হিন্দুদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি তাদেরকে বিভিন্ন উপাধিও প্রদান করতেন। তার শাসনকালেই আবির্ভাব ঘটে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের। হুসেন শাহ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে কর্মচারীদের সব ধরনের সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। হিন্দুদের প্রতি হুসেন শাহের এ উদারতা সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং বাঙালিদের নিজস্ব ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। এটি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। হুসেন শাহের এ ধর্মীয় উদারতা তার উত্তরাধিকারীদেরও উৎসাহিত করেছিল।
পরিশেষে তাই বলা যায়, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ একজন সুশাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৩ রাজা আল আলফৎ মুলক তার প্রশাসন থেকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বরখাস্ত করেন এবং মুসলমানদের রাজ কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেন। তার সময় অন্য ধর্মের প্রসার হ্রাস পায়। যোগ্য হিন্দুদেরও তিনি শাসন কার্য থেকে বাদ দেন। অন্যদিকে তার প্রতিবেশী রাজা মির্জা বারি শাহ শাসনকার্য পরিচালনায় জাতি ও ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। তিনি নিজে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যোগ্যতা অনুসারে হিন্দুদেরও বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব দিতেন। *◀ শিখনফল-২*

ক. বাহরাম খানের বর্মরক্ষক ছিলেন কে? ১
খ. বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় বখতিয়ার খলজির ভূমিকা কী ছিল? ২
গ. মধ্যযুগের কোন সুলতানের শিক্ষা রাজা মির্জা বারি শাহকে তার কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সুলতান ও উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম রাজার কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনটি তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাহরাম খানের বর্মরক্ষক ছিলেন 'ফখরা'।

খ বাংলায় মুসলমান শাসনের ইতিহাসে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন-বখতিয়ার খলজির নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তার প্রচেষ্টা ও দূরদর্শিতার ফলেই বাংলায় মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। এ শাসন প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল (১২০৪-১৭৫৭)। বিজিত অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সংস্কৃতি বিকাশের জন্য এ প্রশাসনের ভূমিকা ছিল অনন্য।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ধর্মীয় উদারতার বর্ণনা দাও।

ঘ উদ্দীপকের প্রথম রাজা ও আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা কর।

প্রশ্ন ▶৪ রাজা শাহ আবু মুহসিন ক্ষমতায় এসে দেখলেন, একই ভাষাভাষী মানুষ দুটি ভূখণ্ডে বসবাস করে। তিনি দুটি ভূখণ্ডকে একত্রিত করে একটি বৃহত্তর ভূখণ্ডের সৃষ্টি করেন। তার আমলে এই বৃহত্তর ভূখণ্ডের মানুষেরা একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই নতুন জাতীয়তাবোধ পরবর্তীতে একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রাজা শাহ আবু মুহসিন এই নতুন জাতীয়তাবাদের নেতা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দেন। তবে শাসক হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ না থাকায় এবং রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা না থাকায় তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি।

◀ শিখনফল-২

ক. বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা হয় কখন? ১
খ. গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির সাথে দিল্লির সুলতানের সম্পর্ক কেমন ছিল? ২
গ. রাজা শাহ আবু মুহসিনের কর্মকাণ্ডের সাথে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের কর্মকাণ্ডের কোন দিক থেকে মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটিতে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের কর্মকাণ্ডের বিপরীত ছবিও তুলে ধরা হয়েছে— এ বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা হয় মুসলমান শাসনামলে।

খ দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ ইওজ খলজির রাজ্যবিস্তারগুলো চোখে দেখেননি। ১২২৪ সালে বাংলায় অভিযান প্রেরণ করলে ইওজ খলজি ১২২৫ সালে মুঙ্গেরের নিকট সন্ধি করেন। প্রচুর অর্থ ও হস্তি প্রদান এবং সুলতানের নামে মুদ্রা জারি ও খুতবা পাঠের শর্তে ইলতুৎমিশ দিল্লি ফিরে যান। ইলতুৎমিশ পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুলতান ইলতুৎমিশ পুত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদকে বাংলা আক্রমণের নির্দেশ দেন। তিনি বসনকোট দুর্গ দখল করেন এবং ইওজ খলজিকে পরাজিত ও হত্যা করেন।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সমগ্র বাংলা একত্রীকরণের ঘটনাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৫ প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সর্বদা কার্য নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সময়ে বড় বড় শহরে বহু মানুষের বসবাস। চলাচলের জন্য বহু যানবাহন প্রয়োজন। যানবহান চলাচলের জন্য বহু রাস্তা প্রয়োজন। তাই শাসকেরা পরিকল্পনা করে নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ করেছেন, উড়াল সড়ক নির্মাণ করেছেন। এখন থেকে কয়েক শত বছর আগেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আবার বিশ্বায়নের যুগে একই দেশে, একই শহরে, একই এলাকায় বা একই মহল্লায় বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করে। মধ্যযুগেও এমনি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদাহরণ রয়েছে। ◀ *শিখনফল-১ [হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]*

ক. কোন কোন পর্বে বাংলায় মুঘল শাসন অতিবাহিত হয়? ১

খ. ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশে নাম 'বুলগাকপুর' দিয়েছিলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণনায় বর্তমান সময়ের শাসকেরা প্রয়োজনের তাগিদে যে সকল ব্যবস্থাগ্রহণ করেন মধ্যযুগেও ইওজ খলজি ভিন্ন প্রয়োজনে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলের জন্য কতটা যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন ▶ ৬ তাসমিয়া তার দাদার কাছ থেকে এক তরুণ সেনাপতির রাজ্য জয়ের কাহিনি শুনছিলেন। কাহিনিটি নিম্নরূপ:

এই সেনাপতি যখন বুঝতে পারলেন যে, শত্রু দুর্গের পথ সুরক্ষিত তখন তিনি প্রচলিত রাস্তায় না গিয়ে সৈন্যদলকে কয়েকটি প্লাটুনে ভাগ করে জঙ্গলের পথ দিয়ে অগ্রসর হন। মাত্র কয়েক জন সৈন্য নিয়ে বণিক বেশে দুর্গে প্রবেশ করেন এবং আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ দখল করে নেন।

◀ *শিখনফল-১ [নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. মারাঠি দস্যুরা কী নামে পরিচিত ছিল? ১

খ. শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের ভূমিকা কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সেনাপতির যুদ্ধ কৌশলের সাথে তোমার পঠিত কোন বীরের যুদ্ধ কৌশল সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অধিকৃত এলাকায় শাসন সুদৃঢ় করতে তোমার পাঠ্যবইয়ের পঠিত বীর কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. বখতিয়ার খলজি কোন দেশীয় বীর ছিলেন?
ক আফগানিস্তান খ মিশর
গ পাকিস্তান ঘ তুরস্ক

২. দেবকোট কোথায় অবস্থিত
ক দিনাজপুর খ মালদহ
গ মুর্শিদাবাদ ঘ নদীয়া

৩. হুসামউদ্দিন বখতিয়ার খলজিকে কোন দুটি জেলার জায়গির প্রদান করেন?
ক ভাগবত ও সুরাট
খ ব্রুসা ও ভিউলি
গ ভাগবত ও ভিউলি
ঘ থানেশ্বর ও কর্ণাট

৪. আলী মর্দান খলজির শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
ক সমতা খ কঠোরতা
গ কোমলতা ঘ প্রজারঞ্জকতা

৫. আলী মর্দান খলজি কত খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?
ক ১২০৭ খ ১২০৮
গ ১২১০ ঘ ১২১১

৬. কোন আব্বাসীয় খলিফার কাছ থেকে গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি স্বীকৃতিপত্র লাভ করেছিলেন?
ক আবু জাফর আল মনসুর
খ আস সাফফাহ
গ আল-নাসির
ঘ আল মামুন

৭. তুঘরিল কার হাতে নিহত হন?
ক শেরখানের খ তাতার খানের
গ কায়কোবাদের ঘ বলবনের

৮. ১২৪৭-১২৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নিচের কার শাসনকাল ছিল?
ক ইওজ খলজি খ জালাউদ্দিন মাসুদজানি
গ তুঘরিল ঘ তাজউদ্দিন আরসালান

৯. স্বাধীন সুলতান হিসেবে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের শাসনব্যবস্থার অন্যতম দিক ছিল কোনটি?
ক ফরমান জারি খ মুদ্রা জারি
গ দস্তক জারি ঘ পরোয়ানা জারি

১০. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ এর পুত্রের নাম কী ছিল?
ক নাসিরউদ্দিন মাহমুদ
খ ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ
গ বুগরা খান
ঘ তুঘলক খান

১১. সিকান্দার শাহের পরবর্তী শাসক কে?
ক গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ
খ ইলিয়াস শাহ
গ আলী মুবারক শাহ
ঘ মুবারক শাহ

১২. পাণ্ডুয়ার প্রধান কাজীর নাম কী ছিল?
ক কাজী মজিফউদ্দিন
খ কাজী সিরাজউদ্দিন
গ কাজী মহসিনুদ্দিন
ঘ কাজী সাফিউদ্দিন

১৩. ইলিয়াস শাহ জয় করেছিলেন—
i. চম্পারণ ii. গোরক্ষপুর
iii. কাশী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. রাজা গণেশ ছেলেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন কেন?
ক পুণ্য লাভের আশায়
খ সন্ধির শর্ত মান্য করতে
গ হিন্দুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে
ঘ অর্থের লোভে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
হাজিরহাট অঞ্চলের নির্বাচিত চেয়ারম্যান নোমান বেশ জনপ্রিয়। তার এলাকায় হিন্দু ও মুসলিম এ দুই সম্প্রদায়ের বাস। তিনি নিজে মুসলিম হলেও যোগ্যতা অনুসারে হিন্দুদেরকেও বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতেন। তার এ উদারতার ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরি হয়।

১৫. মধ্যযুগের কোন সুলতানের শিক্ষা নোমান সাহেবকে তার কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে?
ক আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
খ সিকান্দার শাহ
গ গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ
ঘ আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

১৬. উক্ত সুলতানের কর্মকাণ্ডের ফলে—
i. বাংলা সাহিত্য চর্চা নতুন গতি পায়
ii. অদূরদর্শী রাজনীতির পরিচয় মেলে
iii. দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ কে ছিলেন?
ক ইলিয়াস শাহ-এর পুত্র
খ রুকনউদ্দিন বরবকের ভ্রাতা
গ সিকান্দার শাহ-এর পুত্র
ঘ মুবারক শাহ-এর ভ্রাতা

১৮. জালালউদ্দিন ফতেহ শাহকে হত্যা করেন কে?
ক সুলতান খলজি খ সুলতান আদিল
গ সুলতান শাহজাদা ঘ সুলতান কামিল

১৯. সাইফুদ্দিন ফিরুজ শাহ-এর শাসনের সময়কাল কত?
ক ১৪৮৭–১৪৮৮ খ্রি.
খ ১৪৮৭–১৪৮৯ খ্রি.
গ ১৪৮৭–১৪৯০ খ্রি.
ঘ ১৪৮৭–১৪৯১ খ্রি.

২০. শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ-এর সময়কাল কত?
ক ১৪৯১–১৪৯৩ খ্রি.
খ ১৪৯২–১৪৯৪ খ্রি.
গ ১৪৯৩–১৪৯৫ খ্রি.
ঘ ১৪৯৪–১৪৯৬ খ্রি.

২১. হোসেন শাহী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে?
ক নসরৎ শাহ
খ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
গ মাহমুদ শাহ
ঘ মুবারক শাহ

২২. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ-এর হিন্দুদের প্রতি উদারতার ফলে তার চরিত্রের কোন দিকটি ফুটে ওঠে?
ক সৃজনশীলতা খ দূরদর্শিতা
গ সমরকুশলতা ঘ বদান্যতা

২৩. সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের অবদান ছিল—
i. সাহিত্যিকদের পুরস্কার প্রদান
ii. আরবি ও ফারসি ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা
iii. ন্যায়পরায়ণতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. রাজমহলের যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়েছিল?
ক আফগানদের উচ্ছেদ করতে
খ রাজস্ব আদায় করতে
গ সুনাম অর্জন করতে
ঘ তুর্কিদের দমন করতে

২৫. শের শাহের পুত্রের নাম কী?
ক জামাল খান খ জালাল খান
গ জামিল খান ঘ জাকির খান

২৬. বাংলার শেষ আফগান শাসকের নাম কী?
ক দাউদ খান কররাণি
খ সুলায়মান খান কররাণি
গ তাজ খান কররাণি
ঘ মোকারিজ খান কররাণি

২৭. বারোভূঁইয়ারা কাদের অধিকার মেনে নেয়নি?
ক মুঘলদের খ পাঠানদার
গ ইংরেজদের ঘ বর্মীদের

২৮. সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের কৃতিত্বপূর্ণ কার্য হচ্ছে কোনটি?
ক মারাঠা বিদ্রোহ দমন
খ বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা
গ পর্তুগিজদের দমন
ঘ রাজস্ব সংস্কার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সম্রাট 'ক' দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অভাবিত উন্নতি বঙ্গে সাধিত হয়।

২৯. উদ্দীপকে 'ক' সম্রাটের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের মধ্যযুগের কোন সুলতানের সাদৃশ্য আছে?
ক আলী শাহ খ মাহমুদ শাহ
গ ইলিয়াস শাহ ঘ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

৩০. উক্ত সুলতানের সময় রাজ্যে—
i. নিচু বংশজাত সব কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হয়
ii. কামরূপ ও কামতা জয় করেন
iii. আসাম অভিযানে সফল হন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ দৃশ্যপট-১: রনি টিভিতে একটি সংবাদ দেখে চমকে ওঠে। অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশী প্রায় ৭০০ মানুষ ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে মারা গিয়েছে। এরপর ইতালির সরকার প্রধান নৌপথ সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
দৃশ্যপট-২: আরাফাত সাহেব আরব দেশ থেকে বাবা ও ভাইসহ এ দেশে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি অনেক ঘটনার পর নিজের জমিদারি ঠিক করেন। তার বড় পরিচয় তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তার জমিদারিতে হিন্দু-মুসলিম সবাই সমান সুযোগ পেতেন। এই সময়ে তার পৃষ্ঠপোষকতায় সত্য ধর্ম নামে একটি ধর্মমতের প্রসার ঘটে। তার উৎসাহে অনেক কবি-সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।
ক. বারোভূঁইয়া কারা? ১
খ. ঢাকার নাম কীভাবে 'জাহাঙ্গীরনগর' হয়েছিল? ২
গ. উদ্দীপকের বর্ণিত ইতালির সরকার প্রধানের পদক্ষেপের সাথে মধ্যযুগের বাংলার কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আরাফাত সাহেবের সাথে ইতিহাসের যে মহান ব্যক্তির মিল রয়েছে তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২.▶ জনাব শফিক সাহেব টেলিভিশনে একটি প্রামান্য চিত্রে দেখতে পান প্রাচীন বাংলার একজন শাসক দক্ষতার সাথে তার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তার আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। সেই যুগকে 'স্বর্ণযুগও' বলা হতো।
ক. কে বগীদের দেশ ছাড়া করেন? ১
খ. 'বারোভূঁইয়া' কারা? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কার শাসনামলের কথা বলা হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. উক্ত যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৪

৩.▶ সৈয়দ বংশের শ্রেষ্ঠ জমিদার ছিলেন মো: করিম। তিনি রাজ্যের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে তার অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্ব করেন। নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করেন। অপরদিকে 'খ' অঞ্চলের জমিদার মোঃ তামিম, মোঃ করিমের মত একজন যোগ্য শাসক। তিনি তার শাসনকালে প্রজাদের জন্য বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলি ও স্থাপত্যকীর্তি নির্মাণ করেন। জ্ঞান ও শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন স্থানে লাইব্রেরি স্থাপন করেন।
ক. মামলুক শাসন বলতে কী বোঝ? ১
খ. বাংলাদেশের নাম বুলগাকপুর দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদার করিম তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শাসকের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের মোঃ তামিম তার শাসনকালে জনহিতকর কার্যাবলী ও স্থাপত্যকীর্তির জন্য একজন যোগ্য শাসকে পরিণত হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪.▶ কেয়া সোনারগাঁও ঘুরতে গিয়ে জানতে পারে, ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এখানকার এক শাসনকর্তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর তার এক কর্মচারী তখন সিংহাসনে বসেন। এখানেই সূচনা হয় বাংলার স্বাধীন একটি যুগের। কেয়া জাদুঘরে লাইব্রেরিতে একটি বই পড়ে এ সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানার চেষ্টা করে।
ক. বাংলার হাবসি শাসন কত বছর স্থায়ী ছিল? ১
খ. তুঘরিল ছিলেন মামলুক তুর্কিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কেয়া যে শাসন আমলের ধারণা লাভ করেছিল তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, ইলিয়াস শাহী বংশ উদ্দীপকের আমলে বাংলা শাসন করেছিল? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.▶ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একজন রাজা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আলোচিত রাজা তার প্রথম রাজধানী ছেড়ে দ্বিতীয় রাজধানীতে বসবাস করছিলেন। একদিন দুপুরে একজন সেনাপতি মাত্র কয়েকজন সৈন্য নিয়ে উক্ত রাজার দ্বিতীয় রাজধানী আক্রমণ করেন। এ অবস্থায় হতাশ অসহায় বৃদ্ধ রাজা পিছনের দরজা দিয়ে সপরিবারে গোপনে নৌকাযোগে মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
ক. বাংলায় হাবসি শাসন কয় বছর স্থায়ী ছিল? ১
খ. ওদন্ত বিহার বা ওদন্তপুরী বিহারের বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজার রাজ্য হারানোর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত কোন রাজার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সেনাপতি একজন রণকৌশলী ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.▶ এক সময় মুসলমান সুলতানরা রাজ্য শাসন করতেন। সে সময় রাজা অরিন্দ্র মুসলমান এক সুলতানের অমাত্য ছিলেন। ষড়যন্ত্র করে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। পরবর্তীতে তিনি সন্ধির শর্তানুযায়ী নিজ পুত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে পুত্রের হাতে সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। অরিন্দ্র দু'বার সিংহাসনে বসেছিলেন। প্রথমবার মাত্র কয়েকমাস ক্ষমতায় ছিলেন।
ক. বুলগাকপুর কথাটির অর্থ কী? ১
খ. সুবাদারি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রাজা অরিন্দ্রের সাথে রাজা গণেশের শাসনের মিলগুলো খুঁজে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, অরিন্দ্রের মতো এক শাসক পুত্রকে আবার হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে এনেছিলেন? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭.▶ বিভা ক্লাসে সহপাঠীর সাথে এক রাজা সম্পর্কে আলোচনা করছে, যিনি তার প্রথম রাজধানী ছেড়ে দ্বিতীয় রাজধানীতে বসবাস করছিলেন। অতর্কিতে এক সেনাপতি মাত্র কয়েকজন সৈন্য নিয়ে রাজার দ্বিতীয় রাজধানী আক্রমণ করেন। অসহায় বৃদ্ধ রাজা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নৌকাযোগে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে যান।
ক. মারাঠি দস্যুরা কী নামে পরিচিত? ১
খ. নবাবি শাসন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজার রাজ্য হারানোর সাথে তোমার পঠিত কোন রাজার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সেনাপতি একজন কৌশলী ও সাহসী সেনাপতি— বিশ্লেষণ কর। ৪

৮.▶ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সুলতান শাহ আবু হানি একটি স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি অসংখ্য নিচু বংশজাত লোককে তার সেনাবাহিনী ও রাজ প্রাসাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। নিয়োগকৃত এসব নিচু বংশজাত লোকদের ষড়যন্ত্রের ফলেই তার বংশের শাসনের পতন ঘটে।
ক. বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? ১
খ. শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ইওজ খলজির ভূমিকা কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকটি মধ্যযুগের কোন মুসলিম শাসকের সামরিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত মুসলিম শাসক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯.▶ শায়লা টিভিতে একটি ঐতিহাসিক নাটক দেখছে। সেখানকার ঘটনায় দেখা যায় একজন ব্যক্তি লখনৌতির সিংহাসনে বসেন। পরে তিনি পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে তার দুধভাই তাকে হত্যা করে ক্ষমতায় বসেন ও একটি উপাধি ধারণ করেন। তিনি একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা ও সোনারগাঁ দখল করেন।
ক. বাংলার স্বাধীনতার সূচনা করেন কে? ১
খ. ইলিয়াস শাহকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা বলা হয় কেন? ২
গ. শায়লার দেখা ঐতিহাসিক নাটকটি বাংলার কোন সুলতানের রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সুলতান ছিলেন বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা– কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০.▶ সুব্রত তার দাদুর কাছে এক শাসকের গল্প শুনছিল। এই শাসকের আমলে দেশে দ্রুত শিল্প গড়ে ওঠে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়। অর্থনীতি ও কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে। এই শাসক রাজধানী থেকে বিভিন্ন শহরের যোগাযোগের ব্যবস্থা করে এবং পথিমধ্যে সরাইখানা নির্মাণ করেন।
ক. গৌড়কে 'জান্নাতাবাদ' নামকরণ করেন কে? ১
খ. সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে মধ্যযুগের কোন সুবাদারের কর্মকাণ্ডের মিল পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সুবাদার ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক— উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৪

১১.▶ মধ্যযুগের একজন সুলতান অসংখ্য ক্রীতদাস সংগ্রহ করে সেনাবাহিনী ও রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে এরাই ষড়যন্ত্র করে উক্ত শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটায়, যা বাংলায় একটি বিশেষ শ্রেণির শাসনের সূচনা করে।
ক. কত সালে বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয় করেন? ১
খ. বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশে হুসেন শাহের ভূমিকা কী ছিল? ২
গ. মধ্যযুগের সুলতান কর্তৃক নিয়োগকৃত উল্লিখিত শ্রেণি ইতিহাসে কোন শাসনের সূচনা করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এই বিশেষ শ্রেণির শাসনকালে এদেশের ইতিহাস ছিল অন্যায়, অবিচার, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র আর হতাশায় পরিপূর্ণ— বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ক	২	ক	৩	গ	৪	খ	৫	গ	৬	গ	৭	ঘ	৮	খ	৯	খ	১০	খ	১১	ক	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক
১৬	গ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	গ	২০	ক	২১	খ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	ক